দৈনিক ইনকিলাব

035

তারিখ ... 29 JAN 1988

পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3

শিক্ষাঙ্গন

বুয়েটে ভর্তি

আমরা গরীব দেশের অধিবাসী। নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এদেশ। এদেশে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন একটি প্রকট সমস্যা। প্রতিবছর বহু ছাত্র-ছাত্রী নকল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। যখন খোদ ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নকল চলার খবর পাওয়া যায় তখন সারাদেশের অবস্থা কি তা সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মাত্র তিনটি বিষয়ের (পদার্থ, রসায়ন, গণিত) নম্বরের ভিত্তিতে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা নিরুপণ করা কি অযৌক্তিক নয়? মেডিকেলে যদি ৬ পয়েন্টধারী সকল ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায় তবে বুয়েটে এ ব্যবস্থা করতে বাধা কোথায়? ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতরদেরকে বাছাই করাই উত্তম পন্থা। কেন প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে? শুধুমাত্র এইচ এস সি'র রেজাল্টই একজন ছাত্রকে মূল্যায়নের চাবিকাঠি হতে পারে না। তাই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা কখনোই উচিত নয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন বলে আশা করি।

—মোঃ রেজাউল আলম ভূঁইয়া

পুটিয়াখালী বিদ্যালয়ের সমস্যা

পটুয়াখালী জেলার বেতাগীতে অবস্থিত পুটিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব বিদ্যালয়টিতে প্রকট। এখানে শুধুমাত্র মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। বিদ্যালয়টিতে বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও ব্যবহারিক তেমন কোন যন্ত্রপাতি পরীক্ষাগারে নেই। এস এস সি পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী অন্যকোন বিদ্যালয় থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করাতে হয়। এজন্য যে বাড়তি হয়রানি ছাত্র-ছাত্রীদের পোহাতে হয় তা অবর্ণনীয়।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ও অফিসকক্ষে প্রয়োজন মাফিক আসবাবপত্র না থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিছু বই আলমারীতে সংরক্ষিত থাকলেও তা পাঠাগাররূপে পরিচিত নয়।

ছাত্রীদের কমনরুমসহ ছাত্রদেরও কোন খেলার সরঞ্জামাদি বিদ্যালয়ে নেই। বিদ্যালয়ের সামনে খেয়াল-খুশীমত গবাদিপশু চড়ানোর ফলে পরিবেশ সর্বদাই নোংরা হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী ফুলতলা গ্রাম বিদ্যুতায়িত হলেও এ স্কুলটিতে আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে, দীর্ঘদিন যাবত একটি ছাদহীন দালান যা বিদ্যালয়েরই নিজস্ব সম্পত্তি তা অব্যবহৃত জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে— এর সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টি আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। শিক্ষা দেয়ার এবং গ্রহণের জন্য দরকার নির্ধারিত পরিবেশযোগ্য স্থান। তাই শুধু সরকারই নয়, যে সব কৃতীছাত্র এ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আজ সমাজের উচ্চ আসনে আসীন আছেন অনুগ্রহ করে তারাও এগিয়ে আসবেন, বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করার জন্য এ আশাই আমরা করি।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী।